বিরাট স্বপ্নভঙ্গ ও কিগানের জন্ম

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : রাগ বদলে গেল হতাশায়। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল শরীর!

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বলে টেম্বা বাভুমার (অপরাজিত ৩২) শটটা ততক্ষণে স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারিতে পৌঁছে গিয়েছে। পিছিয়ে পড়েও ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে।

আর হতাশায় ডুবে প্রোটিয়াদের সঙ্গে সৌজন্যের করমর্দন করে সাজঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল টিম ইন্ডিয়া। পরস্পরকে সমবেদনা জানানোর পালা চলছিল। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না!

অধিনায়ক বিরাট কোহলির মনের অন্দরে কী চলছিল সেই সময়? ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনি কি তাঁর শেষের শুরুটা দেখে ফেললেন আজই? রামধনুর দেশে ভারত কি আদৌ কোনওদিনও সিরিজ জিততে পারবে? ২০১৮ সালে ব্যাটারদের ব্যর্থতার সঙ্গে ডুবিয়েছিল দলের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের অতিরিক্ত বাউন্সের 'ঘাতক' বাইশ গজের সঙ্গে ব্যাটারদের ব্যর্থতা এবারও তাড়া করল কোহলির ভারতকে। সঙ্গে 'সেরা' গর্বে বলীয়ান ভারতীয় পেস আক্রমণ নিয়েও প্রশ্ন উঠল। জোহানেসবার্গের পর কেপটাউনেও পর্যাপ্ত সময় ও উইকেট থেকে সাহায্য পাওয়ার পরও মহম্মদ সামি (৪১/১), জসপ্রীত বুমরাহরা (৫৪/১) বিপক্ষের কুড়ি উইকেট শিকারে ব্যর্থ। টেস্ট জয়ের জন্য বিপক্ষকে দু'বার অলআউট করা ক্রিকেটের পরিভাষায় 'বেসিক' শর্ত। তাছাড়া শার্দূল ঠাকুর ও উমেশ যাদবকে নিয়ে ক্যাপ্টেন কোহলির স্ট্র্যাটেজিও বোঝা গেল না। যা নিয়ে ভারতের হারের পর প্রশ্ন তুলেছেন সুনীল গাভাসকারও।

ডিআরএস নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। ভারতীয় দলের তরফে ৭ উইকেটে ম্যাচ ও ২-১ ব্যবধানে সিরিজ হারের পর বিষয়টি নিয়ে যাতে আর 'বাড়াবাড়ি' না হয়, সেই পথে হাঁটাও শুরু হয়েছে। কিন্তু তারপরও বিতর্ক থামছে না। কারণ ম্যাচের চতুর্থ দিনও মোট দু'বার নিউল্যান্ডসে এমন ঘটনা ঘটেছে। সামির বলে ম্যাচ ও সিরিজ সেরা দক্ষিণ আফ্রিকার কিগান পিটারসেনের (৮২) খোঁচা ঋষভ পন্থের গ্লাভসে ঢুকে পড়ার পরও রয়েছে বিতর্ক। বুমরাহর বলে রাসি ভ্যান ডার ডুসেনের (অপরাজিত ৪১) এলবিডব্লিউয়ের বেলাতেও সেই অতিরিক্ত বাউন্স। যা দেখার পর মাঠে আজ আম্পায়ারের সঙ্গে ফের তর্কও জুড়ে দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন কোহলি। লাভ হয়নি।

বরং আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্ক না করে ক্যাপ্টেন কোহলি তাঁর সতীর্থ ব্যাটারদের 'শাসন' করতে পারলে হয়তো ম্যাচ ও সিরিজের ফল ভিন্ন হতে পারত। জোহানেসবার্গ ও কেপটাউন টেস্টের মধ্যে একটাই অদ্ভুত মিল, ভারতীয় ব্যাটিংয়ের চূড়ান্ত ব্যর্থ হওয়া। মিডল অর্ডারের নিয়মিতভাবে ভেঙে পড়া। বারবার একই ভুল হলে তার ফল তো ভুগতেই হবে। সেঞ্চুরিয়ানে লোকেশ রাহুল, কেপটাউনে ঋষভের শতরান এবং নিউল্যান্ডসে ক্যাপ্টেন কোহলির প্রথম ইনিংসের ৭৯ বাদ দিলে দলের বাকিদের পারফরমেন্স আয়ারাম-গয়ারাম। তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটারদের ব্যাটে ইনটেন্ট, ধৈর্যের চরম প্রমাণ। গতকালের ১০১/২ থেকে শুরুর পর আজ পিটারসেনরা প্রমাণ করেছেন, অধিনায়ক ডিন এলগারের অভিজ্ঞতা ছাড়াও তাঁরা ম্যাচ জিততে জানেন। বুমরাহ গতকালের শেষ ওভারে এলগারকে ফিরিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে অক্সিজেন দিয়েছিলেন। বাস্তবে আজ দেখা গেল, সেই অক্সিজেনের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডও মিশে ছিল। যা বোঝা গেল আজ। নিট ফল, অনায়াসে বুমরাহ-সামিদের শাসন করে ২১২/৩ তুলে ম্যাচ ও সিরিজের দখল নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর বিরাট স্বপ্নভঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার ৩১ বছরের খরা ও অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হল।

সঙ্গে জন্ম হল প্রোটিয়া ক্রিকেটের নয়া তারা কিগান পিটারসেনের। বয়স ২৮। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে গত বছর টেস্ট অভিষেক। দক্ষিণ আফ্রিকার তিন নম্বর ব্যাটারের ব্যাটে এমন স্কিল ও ইনটেন্ট লুকিয়ে ছিল, কে আর জানত। ব্যাটার হিসেবে সীমাবদ্ধতা অনেক। অনসাইডে স্ট্রোক কম। সিমে পড়ে লাফিয়ে ওঠা বল সামলানোর টেকনিক নড়বড়ে। শর্ট বলের বিরুদ্ধেও তেমন সাবলীল নন। কিন্তু তারপরও ৩ টেস্টের ৬ ইনিংসে ২৭৬ রান করে ম্যাচ ও সিরিজ সেরার পুরস্কার নিয়ে প্রোটিয়া ক্রিকেটকে আগামীর ভরসা দেওয়ার কাজটা করলেন তিনি। পিটারসেনের সাফল্যের ইউএসপি হল, অফসাইডে মনমাতানো ড্রাইভ ও নাছোড় মনোভাব। যা চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানেরা প্রায় ভুলতে বসেছেন তাঁদের ব্যাটিংয়ে। সামি-বুমরাহর বলে পিটারসেন-ডুসেনরা গতকালের পর আজও বহুবার পরাস্ত হয়েছেন। ভারতীয় দলের স্লেজিংয়ের সামনেও পড়েছেন প্রোটিয়া ব্যাটাররা। কিন্তু তারপরও নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা তাঁরা ভুলে যাননি।

দল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা দুর্বল। সিরিজ শুরুর আগে চোটের কারণে আনরিচ নর্তজে ছিটকে গিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে বলা শুরু হয়েছিল, অ্যাডভান্টেজ টিম ইন্ডিয়া। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন কাগিসো রাবাদা নামের এক ম্যাজিশিয়ান এলগারের সংসারে রয়েছেন। যিনি দীর্ঘসময় আইপিএল খেলার সুবাদে সব ভারতীয় ব্যাটারের শক্তি-দুর্বলতা জানেন। তিন ম্যাচে রাবাদার ২০ উইকেট দখলের সঙ্গে তাঁর বাউন্স ও সুইং এখন টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে 'আতঙ্ক'।

যার রেশ থাকবে দীর্ঘসময়।

ফ্রিডম সিরিজ শেষ। ম্যাচ শেষে করমর্দন দুই দলের ক্রিকেটারদের। শুক্রবার কেপটাউনে। ছবি ঃ এএফপি

স্কোরবোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা
(দ্বিতীয় ইনিংস)
(গতকালের ১০১/২-এর পর থেকে)

কিগান বো শার্দূল	৮২
ডুসেন অপরাজিত	৪১
বাভুমা অপরাজিত	৩২
অতিরিক্ত	১১
মোট (৩ উইকেট, ৬৩.৩ ওভার)	২১২

উইকেট পতন ঃ ২৩/১, ১০১/২, ১৫৫/৩।

বোলিং ঃ বুমরাহ ১৭-৫-৫৪-১, সামি ১৫-৩-৪১-১, উমেশ ৯-০-৩৬-০, শার্দূল ১১-৩-২২-১, অশ্বীন ১১.৩-১-৫১-০।

ফল ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা ৭ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচের সেরা ঃ কিগান পিটারসেন।
সিরিজ সেরা ঃ কিগান পিটারসেন।
সিরিজ ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা ২-১ ব্যবধানে জয়ী।

ফের বাতিল জকোর ভিসা

মেলবোর্ন, ১৪ জানুয়ারি : আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণ হল। দ্বিতীয়বারের জন্য নোভাক জকোভিচের ভিসা বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া। ফলে ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সার্ব তারকার অংশগ্রহণ নিয়ে ফের তৈরি হল অনিশ্চয়তা।

কোভিড ভ্যাকসিন না নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলতে আসা জকোভিচকে দেশে প্রবেশের অনুমতি দিতে রাজি ছিল না অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল গভর্নমেন্ট। টেনিস অস্ট্রেলিয়া ও ভিক্টোরিয়া স্টেটের বিশেষ মেডিকেল বোর্ডের কাছ থেকে ছাড়পত্র আদায় করলেও মেলবোর্ন বিমানবন্দরে 'জোকার'কে আটক করে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। ভিসা বাতিল করার পাশাপাশি সার্ব তারকাকে শহরের উদ্বাস্তু সেন্টারে বন্দি করে রাখা হয়। তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল সমাজের সর্বস্তরে।

অজি সরকারের বিরুদ্ধে কোর্ট-যুদ্ধে জিতলেও তা যে সাময়িক স্বস্তি ছিল জকোভিচের জন্য, এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসনমন্ত্রী অ্যালেক্স হক নিজস্ব ক্ষমতাবলে নোভাকের ভিসা বাতিল করতে ফের প্রশ্নচিহ্ন পড়ে গেল জোকারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলা নিয়ে। জকো-ইশ্যুতে অ্যালেক্স বলেছেন, 'জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে আমি নিজের বিবেচনাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে নোভাক জকোভিচের ভিসা বাতিল করছি।' ১০ জানুয়ারি আদালতে রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসনমন্ত্রী। কোভিড সংক্রান্ত সতর্কতাবিধি পালনে স্কট মরিসনের নেতৃত্বাধীন ফেডারেল গভর্নমেন্ট যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

জকোভিচের ভিসা বাতিলের পর সুর চড়িয়েছেন মরিসনও। অজি প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'কোভিডের কবলে পড়ে অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও তার জনগণকে। সেই আত্মত্যাগকে সুরক্ষিত করা আমাদের কর্তব্য। অভিবাসন দপ্তর জকোভিচের ভিসা-ইশ্যুতে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করি।' সঙ্গে যোগ করেছেন, 'কোভিড দেশবাসীকে এক কঠিন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আমরা একত্রে লড়াই করে তাদের জীবন ও জীবিকাকে সুরক্ষিত করেছি। সেই লড়াই বৃথা হতে পারে না।'

এই পরিস্থিতিতে কী করবেন জকোভিচ, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে অংশ নিতে মরিয়া সার্ব তারকা। তাঁর ভিসা মঞ্জুর করার জন্য ও অস্ট্রেলিয়ায় থাকা সুনিশ্চিত করতে শুক্রবার কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৩৪ বছরের জকোভিচ। তারপরেও নোভাকের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামার ব্যাপারে বাজি ধরতে পারছেন না তাঁর অতি বড় সমর্থকও। অস্ট্রেলিয়া সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, কোভিড ভ্যাকসিন না নেওয়া বিশ্ব টেনিসের একনম্বর তারকাকে ছাড় দিলে গোটা সমাজের জন্য সেটা ঝুঁকির ব্যাপার হবে। সেই যুক্তিকে সামনে রেখেই ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলীয় প্রশাসন। শুধু তাই নয়, জোকারের ভিসা বাতিলের অর্থ আগামী তিনবছর অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে জকোভিচের ওপর। সেক্ষেত্রে এবার তো বটেই, ভবিষ্যতে রড লেভার এরিনায় সার্ব তারকার অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম সংশয়।

শুক্রবার অজি অভিবাসনমন্ত্রী জকোভিচের ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেই জরুরি ভিত্তিতে তাঁকে ফেডারেল সার্কিট ও ফ্যামিলি কোর্টে ডেকে পাঠান জকোভিচ-ইশ্যুতে রায়দানকারী বিচারপতি অ্যান্থনি কেলি। ব্যক্তিগত আইনজীবীকে সঙ্গী করে রাত ৮.৪৫ মিনিটে আদালত চত্বরে পা রাখেন জোকার। উপস্থিত ছিলেন সরকারপক্ষের আইনজীবীও। তবে কোর্টের চূড়ান্ত রায়দান পর্যন্ত জকোভিচকে বিতাড়িত করা সম্ভব হচ্ছে না অজি প্রশাসনের। আপাতত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের তত্ত্বাবধানে 'ডিটেনশনে' থাকবেন জকোভিচ। যার অর্থ শনিবার থেকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রস্তুতি সারতে পারবেন না সার্ব তারকা।

শুক্রবার সরকার পক্ষের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেও ক্রীড়াসূচি পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখায়নি টেনিস অস্ট্রেলিয়া। ফলে আদালতের রায় নিজের পক্ষে গেলেও বিনা প্রস্তুতিতেই সোম কিংবা মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডে মিওমির কেচমানোভিচের বিরুদ্ধে খেলতে হবে জকোভিচকে। তবে সেইসব সম্ভাবনা সরিয়ে আপাতত কোর্ট-যুদ্ধের লড়াইয়ে ডুবে ২০ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী। শনিবার সকালে অভিবাসন কর্তৃপক্ষের জেরার মুখোমুখি হতে হবে সার্ব তারকাকে। সকাল ১০টায় নিজস্ব আইনজীবীর অফিসে যাওয়ার কথা রয়েছে নোভাকের। রবিবার সকাল ৯টায় আদালতে শুনানি। সেখানেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, দশম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের লক্ষ্যে রড লেভার এরিনায় জকোভিচ আদৌ নামছেন কি না।

এবার হয়তো আর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামা হবে না নোভাক জকোভিচের।

'ছুড়ে ফেলুক জোকারকে'

মেলবোর্ন, ১৪ জানুয়ারি : জকোভিচ-ইস্যুতে ফের বিস্ফোরণ স্পিন কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নের। শুক্রবার দ্বিতীয়বারের জন্য সার্ব তারকার ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল গভর্নমেন্ট। তারপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জোকারের উদ্দেশে তোপ দেগে ওয়ার্নের টুইট, 'নোভাক গ্রেট টেনিস প্লেয়ার, নিঃসন্দেহে বিশ্বসেরাদের অন্যতম। কিন্তু ও জেনেশুনে মিথ্যাচার করেছে। এন্ট্রি ফর্মে ভুল তথ্য দিয়েছে। কোভিড থাকা সত্ত্বেও নিয়ম মানার পরোয়া করেনি। ভ্যাকসিন নেবে কি নেবে না, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিশ্চয়ই নোভাকের রয়েছে। তেমনি ওকে ছুড়ে ফেলার অধিকার রয়েছে অস্ট্রেলিয়ানদের। সেটাই করা উচিত।' প্রসঙ্গত, এর আগে জোকারের মেডিকেল ছাড়পত্র পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি এই অজি লেগস্পিনার।

ব্যাটিং বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছেন না বিরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছি আমরা।

চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানে দলের সিনিয়ার সদস্য। আমরা ওদের পাশে আগেও ছিলাম। এখনও রয়েছি। কিন্তু ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে পারব না। সেটা আমার কাজ নয়। আপনারা নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলুন।

কঠিন সময়ের চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজেদের প্রয়োগ করতে পারিনি আমরা। ব্যাটিং নিয়ে নতুনভাবে ভাবার সময় এসেছে। কেন এমন হচ্ছে, জানা নেই আমার।

মাঠের মধ্যে কী চলছে, সে সম্পর্কে ধারণা রয়েছে আমাদের। যাঁরা মাঠের বাইরে রয়েছেন, তাঁরা অনেক কিছুই ভাবতে পারেন। কিন্তু মাঠের মধ্যে ঠিক কী চলছে, বুঝতে পারবেন না। ওই সময়ে কয়েকটা উইকেট চলে এলে খেলার রং বদলে যেতে পারত। যদিও এই ব্যাপারে আর কিছু বলার নেই আমার।

মুখচোখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। শরীরীভাষায় হতাশার সঙ্গে রয়েছে আগামীর আতঙ্কও। ম্যাচ হারের পর ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হওয়া ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে দেখলে মনে হতে বাধ্য, তিনি ঠিক নিজের মধ্যে নেই। কথা বলছেন সময় নিয়ে, ধীরে। অনেক প্রশ্নের স্পষ্ট জবাবও নেই তাঁর কাছে। একই কথার পুনরাবৃত্তি করছেন। সতীর্থ ব্যাটারদের দুষছেন। আবার লোকেশ রাহুলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। এ কোন কোহলি? কোথায় তাঁর সেই আত্মবিশ্বাস?

সাংবাদিক সম্মেলনে বিরাট কোহলি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বপ্নের শুরুর পর টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ হার অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। যার পরিণাম হিসেবে আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে বদলের ইঙ্গিতও রয়েছে। আগাম যার প্রভাব ক্যাপ্টেন কোহলির কথায়। ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাদের ব্যাটিং বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। এটাই হারের মূল কারণ। এমন ধারাবাহিক ব্যর্থতা কোনও ভালো দলের বিজ্ঞাপন হতে পারে না। কোনও অজুহাত নেই আমার কাছে। শুধু বলতে চাই, ব্যাটিং নিয়ে আমাদের নতুনভাবে ভাবতে হবে।' টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় 'কাঁটা' হিসেবে হাজির পূজারা-রাহানের ব্যর্থতা। তাঁদের কেরিয়ার কি শেষ? ভারতীয় দলে পূজারা-রাহানেদের কি ফের দেখা যাবে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র বিরক্তি প্রকাশ কোহলির। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'আমি আগেও বলেছি, আজ ফের বলছি, পূজারা-রাহানেরা দলের অনেক সিনিয়ার সদস্য। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদানও রয়েছে। জোহানেসবার্গ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেই ওরা ম্যাচে ফিরিয়েছিল আমাদের। আমরা ওদের পাশেই রয়েছি। আর ভবিষ্যতের বিষয়টা নির্বাচকদের জিজ্ঞাসা করুন।'

নিউল্যান্ডসে শেষ টেস্ট ও সিরিজ হেরেছে ভারত। সেঞ্চুরিয়ানে জয় দিয়ে দুর্দান্ত শুরু কাজে আসেনি। সঙ্গে ডিআরএস নিয়ে শুরু হয়েছে ধুন্ধুমার বিতর্ক। হারের পর ক্যাপ্টেন কোহলি ডিআরএস নিয়ে আর বিতর্ক চাইছেন না। তাঁর কথায়, 'মাঠের মধ্যে কী চলছে, আমরা জানি। বাইরে থেকে সব বোঝা যায় না। ওই সময়ে উইকেট পেলে খেলাটা বদলে যেতে পারত। যাই হোক, যা হয়েছে সব এখন অতীত। এই ব্যাপারে নতুন করে আমার কিছুই বলার নেই।' গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যা পারল, ভারত তা করে দেখাতে ব্যর্থ হল কেন? টিম ইন্ডিয়ার সমস্যাটা কোথায় হল? প্রশ্ন শুনে জবাব দিতে একটু সময় নিলেন বিরাট। ভেবে ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকাকে অভিনন্দন সিরিজ জয়ের জন্য। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারিনি। নিজেদের সঠিকভাবে প্রয়োগ করতেও পারিনি। ওরা সেটা সফলভাবে করে দেখিয়েছে। বাস্তবকে মেনে নিয়ে সামনে তাকাতে হবে আমাদের।'

টেস্ট সিরিজ এখন ইতিহাস। ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ। নতুন শুরুর লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার হাতে সময় কম। ওয়ান ডে সিরিজে ভারত কীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে? প্রশ্ন শুনে থমকে গেলেন বিরাট। পালটা জানতে চাইলেন, ক্যাপ্টেন নাকি ক্রিকেটার কোন সমীকরণ থেকে এই প্রশ্নের জবাব চান। পরে নিজেই গড়গড়িয়ে বলে দিলেন, 'অধিনায়ক হিসেবে বলতে পারব না। তবে জাতীয় দলের ক্রিকেটার হিসেবে আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকব নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য।'

সতর্ক করেই সম্ভবত ছেড়ে দিচ্ছে আইসিসি

কোহলি কখনও আদর্শ হতে পারবে না : গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : বিতর্ক আর বিরাট কোহলি যেন সমার্থক।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বনাম বিরাট বিতর্ক দিয়ে মিশন আফ্রিকার শুরু। টেস্ট সিরিজের শেষে জড়িয়ে গেলেন ডিআরএস বিতর্কে। আর যার জেরে ঘরে-বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। রাখঢাক না করেই গৌতম গম্ভীরের মতো প্রাক্তনরা বলে দিচ্ছেন, এরকম আচরণ করলে তরুণদের কাছে কখনও আদর্শ হয়ে উঠতে পারবে না বিরাট।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পিছুপা হননি মাইকেল ভনও। অবিলম্বে বিরাটের বড়সড়ো শাস্তির দাবি তুলেছেন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, যেভাবে ডিআরএস নিয়ে সম্প্রচার সংস্থা, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিরাটরা, আইসিসির উচিত দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।

গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় দলের বোলিং কোচ পরস মামব্রে বিষয়টি হালকা করার চেষ্টা করেছেন। 'হিট অফ দ্য মোমেন্ট' বলে সামনের দিকে তাকানোর আবেদন করেন। তবে আজ ম্যাচের নির্ণায়ক দিনেও বারদুয়েক ডিআরএস নিয়ে উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। দু'বারই ভারতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত যায়। বিরাট যা মানতে পারেননি। আম্পায়ারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতেও দেখা যায়।

সিরিজের সম্প্রচার সংস্থা সুপারস্পোর্ট অবশ্য সব অভিযোগ খারিজ করেছে। তাঁরা বল ঠেলে দিয়েছে আইসিসি-র কোর্টে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সুপারস্পোর্টের তরফে বলা হয়েছে, 'ভারতীয় দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের মন্তব্য আমরা নোট করেছি। হকআই প্রযুক্তি সরবরাহ করে অন্য একটি স্বাধীন সংস্থা। তাদের অনুমোদন দিয়েছে আইসিসি। ডিআরএসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হকআই প্রযুক্তির ওপর সুপারস্পোর্টের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।'

> বিরাট গ্রেট ক্রিকেটার। তবে এরকম আচরণ কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। আইসিসির উচিত ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। এরপরও রেহাই পাওয়া উচিত নয় বিরাট, অশ্বীনদের।
>
> -মাইকেল ভন

সম্প্রচার সংস্থার যুক্তি ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। একইভাবে ডিন এলগারের এলবিডব্লিউ বাতিলের বিস্ময় কাটছে না অনেকের। কিন্তু যুক্তি-তর্ক ছাপিয়ে ডিআরএস নিয়ে বিরাটদের বিতর্কিত মন্তব্য। প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার গম্ভীর যেমন বলেছেন, 'বিরাট অত্যন্ত অপরিণত মানসিকতার। একজন অধিনায়ক হয়ে স্টাম্প মাইক্রোফোনের কাছে এসে এভাবে কথা বলা একেবারেই অনুচিত কাজ। এরকম করলে কোনওদিনই তরুণদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠতে পারবে না। আমি নিশ্চিত, এনিয়ে বিরাটের সঙ্গে কথা বলবে রাহুল দ্রাবিড়ও।'

প্রাক্তন টেস্ট ওপেনার ও সিরিজের কমেন্ট্রি দলের অন্যতম সদস্য আকাশ চোপড়ার মতে, খেলাটা উঠতি ক্রিকেটাররা, বাচ্চারাও দেখছে। ডিআরএস, আম্পায়ারিং নিয়ে ওদের মধ্যেও একটা ধারণা তৈরি হবে। বিরাটদের এহেন বক্তব্য তাই অনভিপ্রেত।

ডিআরএসে এলগার বেঁচে যাওয়ার পর স্টাম্প মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে বিরাটকে বলতে দেখা যায়, 'দারুণ ডিআরএস। খুব ভালো খেললে।' লোকেশ রাহুল আরও একধাপ এগিয়ে অভিযোগ করেন, 'গোটা দেশ খেলছে এগারোজনের বিরুদ্ধে।' উলটো দিকের স্টাম্পে রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবার বিতর্কে ঘি ঢেলে সম্প্রচার সংস্থার বিরুদ্ধে বোমা ফাটিয়ে বসেন। বলেন, 'জেতার অন্য পথ খোঁজা উচিত।'

কড়া শাস্তির দাবি তুলেছেন ভন। বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচরণ অসম্মানজনক। সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধে যেতেই পারে। ওরা হয়তো ভেবেছিল সিদ্ধান্ত ওদের পক্ষে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বিরাট গ্রেট ক্রিকেটার। তবে এরকম আচরণ কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আইসিসি-র উচিত ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। এরপরও রেহাই পাওয়া উচিত নয় বিরাট, অশ্বীনদের।'

জল বহুদূর গড়ালেও, আইসিসি সম্ভবত মধ্যপন্থা নিচ্ছে। সূত্রের খবর, শাস্তির পথে হাঁটছে না ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থা। বিরাট, অশ্বীনদের সতর্ক করেই বিতর্ককে ঠান্ডা ঘরে পাঠানোর পক্ষে আইসিসি।

ফাইনালে বিলবাও

রিয়াধ, ১৪ জানুয়ারি : স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে ২-১ গোলে হারাল অ্যাথলেটিক বিলবাও। টানা দ্বিতীয় বারের জন্য উঠল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ৬২ মিনিটে বিলবাওয়ের গোলরক্ষক উনাই সিমনের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় অ্যাটলেটিকো। ৭৭ মিনিটে ডিফেন্ডার ইয়েরে আলভারেজের গোলে সমতা ফেরায় তারা। ৪ মিনিট পর সুপার সাব নিকো উইলিয়ামসের গোলে ফাইনালের টিকিট পায় বাস্ক প্রদেশের দলটি।

বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গে নিলামে নজর যশদের

গায়ানা, ১৪ জানুয়ারি : রেকর্ড চারবারের চ্যাম্পিয়ন। শেষ তিনবারই ফাইনাল খেলেছে দল। ঐতিহ্যের চাপ নিয়েই ক্যারিবিয়ান মুলুকে শনিবার থেকে বিশ্বকাপ অভিযানে নামছে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০০৮ সালে প্রোটিয়াদের হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজারা। যদিও বিশ্বকাপ অভিযানের আগে বিরাটদের উত্তরসূরিদের নজরে রয়েছে আইপিএলের নিলামও। ফেব্রুয়ারির শুরুতেই আইপিএলের জন্য ক্রিকেটার বাছাইয়ের আসর বসবে। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সদস্যদের বাড়তি কদর রয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে শুভমান গিল, শিবম মাভি, রবি বিষ্ণোইরা তার প্রমাণ। বিষয়টি অজানা নয় এবারের বিশ্বকাপে দলের অন্যতম ভরসা হারনুর সিংয়ের। ২০২১ এশিয়া কাপের সর্বোচ্চ স্কোরারের কথায়, 'আপাতত আমার ফোকাসে দেশের জন্য বিশ্বকাপ জেতা। তবে আইপিএলের নিলামের কথাও মাথায় রয়েছে।' মিডল অর্ডারের ব্যাটার নিশান্ত সিন্ধুও বলেছেন, 'বিশ্বকাপে ভালো ফল করলে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির নজরে পড়ার সম্ভাবনা বাড়বে। তবে তার আগে আমাদের চ্যাম্পিয়ন হতে হবে।'

অবশ্য দলের সকলেই যে আইপিএলের নিলাম নিয়ে ভাবছেন এমন নয়। হারনুরের দীর্ঘদিনের বন্ধু, অলরাউন্ডার রাজ অঙ্গদ বাওয়া যেমন বলছেন, 'আপাতত আমি শুধু বিশ্বকাপের ম্যাচ নিয়েই ভাবছি। আইপিএলের নিলাম নিয়ে কোনও ভাবনা আমার মাথায় নেই।' দলের কোচ হৃষীকেশ কানিতকারও মনে করছেন, এখন শুধুই বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবতে হবে। তাঁর কথায়, 'এখন আমরা বিশ্বকাপ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবার জায়গায় নেই। রনজি ট্রফি বা আইপিএলের নিলামের মতো বিষয় মাথায় রাখছি না। এই প্রতিযোগিতায় যতটা সম্ভব ভালো খেলার ওপর জোর দিতে হবে।' দুই বছর আগেও এশিয়া কাপ জিতে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছে দল। সেবার ফাইনালে হারতে হয়। এবার তার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে মরিয়া ভারত। এক্ষেত্রে দলের বড় ভরসা হারনুর, শেখ রশিদের ব্যাট। এশিয়া কাপে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন দুজনেই। পাশাপাশি প্রস্তুতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শতরানও রয়েছে হারনুরের। বোলিংয়ে ভিকি অস্টওয়াল এবং কৌশল তাম্বের স্পিন কতটা কার্যকর হবে, তার ওপর ভারতের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে। এছাড়া বাংলার রবি কুমারের পেসেও নজর থাকবে। অজিদের বিরুদ্ধে ৩৪ রানে ৪ উইকেট নিয়ে দলের জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন তিনি।

এর সঙ্গেই অধিনায়ক যশ ধুলের ক্রিকেট মস্তিষ্কের ওপর ভরসা করছেন কোচ হৃষীকেশ। প্রাক্তন জাতীয় তারকার বক্তব্য, 'অধিনায়ক হওয়ার সব গুণই যশের মধ্যে আছে। দলের সকলে ওকে সম্মান করে, যেটা অধিনায়ক হিসেবে সাফল্য পাওয়ার প্রাথমিক শর্ত। মাঠে প্রয়োজন হলে নিজে থেকেই কড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বারবার তো আর অধিনায়ককে মাঠের বাইরে থেকে নির্দেশ দেওয়া যায় না। পাশাপাশি ও ভবিষ্যতের কথা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেয়। সেটা গুরুত্বপূর্ণ গুণ।'

ছাঁটাই হচ্ছেন পূ-রা, নিশ্চিত সানি

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি : পরীক্ষার সিরিজ। ঘুরে দাঁড়ানোরও।

যদিও ডাহা ফেল চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানে। টিম ম্যানেজমেন্ট ভরসা দেখালেও, তার মর্যাদা রাখতে ব্যর্থ দুইজনেই। হাফডজন ইনিংস খেলে পূজারার সংগ্রহ মাত্র ১৩৬ রান। ব্যাটিং গড় ২২.৭। রাহানের সেখানে ২০.৭ গড়ে ১২৪।

এরপরও কি রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট কোহলিরা ভরসা রাখবেন? রাখা উচিত? প্রশ্নটা প্রত্যাশামতোই বড় আকার নিচ্ছে। সুনীল গাভাসকার যেমন সরাসরি পূজারা-রাহানের ছাঁটাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। তাঁর বিশ্বাস, শ্রীলঙ্কার (ফেব্রুয়ারি-মার্চে) বিরুদ্ধে পরবর্তী টেস্ট সিরিজে পূজারাদের বদলে তরুণ দুই তারকা শ্রেয়স আইয়ার, হনুমা বিহারীকে দেখা যাবে প্রথম একাদশে।

গতকাল পূজারাদের কাছে সুযোগ ছিল ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলার। যদিও জঘন্য ব্যাটিংয়ে দলকে আরও কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দেন। গাভাসকারের মতে, এরপর আর সুযোগ দেওয়া মানে, বাকিদের প্রতি অবিচার করা। প্রাক্তনের বিশ্বাস, ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত দুই ম্যাচের শ্রীলঙ্কা সিরিজে ভারতীয় মিডল অর্ডারে দুটো জায়গা ফাঁকা হতে চলেছে। রাহানে, পূজারার ছাঁটাইয়ে তৈরি হওয়া যে জায়গা পূরণ করবে শ্রেয়স ও হনুমা।

গাভাসকার বলেছেন, 'আমার ধারণা, শ্রীলঙ্কা সিরিজে বাদ পড়ছে পূজারা, রাহানে। দুজনের পরিবর্তে শ্রেয়স ও হনুমা খেলবে। দেখার শুধু গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বর পজিশনে কে খেলবে। পূজারার জায়গা নিতে পারে হনুমা। রাহানের ৫ নম্বরে শ্রেয়স। তবে ব্যাটিং পজিশন নিয়ে যদি, কিন্তু থাকলেও, মিডল অর্ডারে দুটো জায়গা ফাঁকা হওয়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই আমার।'

টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশ হাজার রানের মালিক শ্রেয়সের হয়ে জোরাল সওয়াল করেন। গাভাসকারের যুক্তি, রাহানের ব্যর্থতা শুধু একমাত্র কারণ নয়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে নিজের যোগ্যতাও প্রমাণ করেছে শ্রেয়স। গোটা সিরিজে ভালো ব্যাটিং করেছে, রান পেয়েছে। এরপরও ওকে বসিয়ে রাখা অযৌক্তিক। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শ্রেয়স না খেললে তিনি অবাক হবেন। তবে একইসঙ্গে নিশ্চিত, তেমন অবাক হওয়ার মতো কিছু ঘটবে না।

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার বেশি ক্ষুব্ধ রাহানের ওপর। চাঁচাছোলা ভাষায় বলে দিচ্ছেন, আর একটা ইনিংসও প্রাপ্য নয় রাহানের। অভিযোগের সুরে বলেছেন, 'আমি হলে রাহানেকে আর একটা ইনিংসও দেব না। গত ৩-৪ বছরে শুধু আশায় থেকেছি, রাহানে হয়তো এবার ফর্মে ফিরবে। মেলবোর্নের স্মরণীয় ইনিংস ছাড়া আর কিছু নেই।'